দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩/৪/২০০২

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ....

কল–৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষা দেয়নি

শরিফুজ্জামান পিন্টু

নকলের অভিযোগে ও নকলের সুযোগ না পেয়ে ৬০ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী চলমান এইচএসসি পরীক্ষা থেকে ছিটকে পড়েছে। এদের মধ্যে ৩৫ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং নকলের সুযোগ না পেয়ে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়া বন্ধ করেছে। বহিষ্কার ও ড্রপ আউটের এই চিত্র প্রমাণ করে যে, নকলের মহোৎসব এতটুকু কমেনি। তবে নকল প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়েছে।

সূত্র জানায়, নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে অন্তত ২০ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ইউএনও নকলবাজ ও বহিরাগতদের তোপের মুখে পড়েছেন। তাঁরা হয় লাঞ্ছিত বা অবরুদ্ধ হয়েছেন, না হয় ভাংচুর করা হয়েছে তাদের গাড়ি। অন্তত ত্রিশ শিক্ষক হামলার শিকার হয়েছেন। এছাড়া নকলে

(১২ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

নকল–৬০ হাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার

সহযোগিতার অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছেন প্রায় অর্ধশত শিক্ষক।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন পদক্ষেপ সত্ত্বেও এইচএসসি পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা কমেনি। তবে নকল প্রতিরোধে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসন যে সক্রিয় ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে সহিংস ঘটনা। পরীক্ষার হলে কড়াকড়ি যেসব কেন্দ্রে আরোপ করা হয় সেসব কেন্দ্রের বেশিরভাগই সন্ত্রাসের কবলে পড়েছে।

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের মতে, গোড়ায় গলদ রেখে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নকল প্রতিরোধে সুফল পাওয়া যাবে না। নকলের প্রধান কারণ হিসাবে এসব মহল শ্রেণীকক্ষে পড়াশোনা না হওয়াকে দায়ী করেছেন। শুধু তাই নয়, দেশের অধিকাংশ কলেজে ক্লাস চলছে ফ্রী স্টাইলে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ক্লাসে নিয়মিত হাজিরা থাকার বিষয়টি মোটেই গুরুত্ব দেয় না। শতকরা ৭৫ ভাগ হাজিরা না থাকলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না বলে বিদ্যমান নিয়মও এখন উপেক্ষিত। টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও টাকার বিনিময়ে বা প্রভাব খাটিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যায়। মফস্বলের কলেজগুলোতে একদিকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, অন্যদিকে সিলেবাস ঠিকমতো শেষ করা য় না। একশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান বহাল াখার জন্য অযোগ্য পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার সুযোগ দেয়, মনকি তাদের পাস করানোর জন্য নকলে উৎসাহিত করে। সব কারণে পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সব কম চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফেসর মুহাম্মদ হামিদ বলেন, পাবলিক পরীক্ষায় নকল ামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। তিনি দাবি করেন যে, াটিভেশন কর্মসূচীসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ হর কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। তাঁর অভিমত হচ্ছে– াসন, পুলিশ, শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবকসহ সকলের